Session on:
Recovery of NPl-
a legal approach

Md. Safayet Hossain

DGM and Senior Feculty

RBTA, Rupali Bank Limited

Head Office, Dhaka.

Strategies for Recovery:

Legal Measures:

- **Artho Rin Adalat Ain, 2003:-**
  অর্থ ঋণ মামলা/মোকদ্দমা
- **PDR Act,1913:**
  সার্টিফিকেট মামলা
- **NI Act, 1881:**
  চেক ডিজঅনার মামলা

অর্থ ঋণ মামলা/মোকদ্দমা

সম্পৃক্ত আইন:

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩

অর্থঋণ আদালত : আইন ও বিচার পদ্ধতি

- মামলার বাদি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই আইনের ৮ নম্বর ধারার অধীনে আরজি দাখিলের মাধ্যমে মামলা দায়ের করবে।
- আরজির সঙ্গে দালিলিক প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে এবং আরজির বক্তব্য ও দালিলিক প্রমাণাদির সমর্থনে একটি হলফনামা আরজির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
- সেই সঙ্গে মূল্যানুপাতিক কোর্ট ফি প্রদান করতে হবে। আরজিটি যথাযথ হলে অর্থঋণ মামলা হিসেবে নির্ধারিত রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত হবে।

অর্থঋণ আদালত : আইন ও বিচার পদ্ধতি

- যে ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে বাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই মামলা দায়েরের পূর্বে ধারা ১২ এর বিধান সাপেক্ষে বন্ধককৃত সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের চেষ্টা করতে হবে।
- বিবাদী মূল ঋণ গ্রহীতা কিংবা ঋণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা এবং তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টরকেও বিবাদী শ্রেণিভুক্ত করতে হবে।
- বিবাদী বা বিবাদীদের প্রতি সমন জারি করতে হবে।
- আইনের ৭ নম্বর ধারায় সরাসরি, বিকল্প পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত সমন জারির বিধান বর্ণিত আছে।

অর্থঋণ আদালত : আইন ও বিচার পদ্ধতি

- সমন জারির পর, বিবাদীগণ ৯ ধারা অনুসারে ও ১০ ধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করবে এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।
- বিবাদী লিখিত জবাবের সঙ্গে দালিলিক প্রমাণাদি এবং সেই সঙ্গে একটি হলফনামা দাখিল করতে হবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাদী লিখিত জবাব প্রদান না করে তাহলে একতরফাভাবে মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।
- বাদী ১১ ধারা অনুসারে লিখিত জবাবের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জবাব দাখিল করতে পারবে, কিন্তু বিবাদীর অতিরিক্ত জবাব দাখিলের কোনো সুযোগ নেই।

অর্থঋণ আদালত : আইন ও বিচার পদ্ধতি

- ১৩(১) ধারা অনুসারে লিখিত জবাব দাখিলের পর আদালত উভয়পক্ষকে মৌখিক শুনানি শেষে কিংবা তাদের অনুপস্থিতিতে মামলার বিচার্য বিষয় গঠন করবে।
- আর বিচার্য বিষয় না থাকলে আদালত অবিলম্বে রায় প্রদান করবেন। তবে আদালত মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনতে বাধ্য নন।
- সাক্ষ্য সমাপ্ত হবার দশ দিনের মধ্যে রায় প্রদান করার বিধান রয়েছে আইনের ১৬ ধারায়।
- অর্থঋণ আদালতের রায়, আদেশ বা ডিক্রি চূড়ান্ত এবং এই রায়, আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

অর্থঋণ আদালত : আইন ও বিচার পদ্ধতি

- আদালতের আদেশ বা রায়ে ডিক্রিকৃত টাকা ৬০ দিনের মধ্যে যেকোনো একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে তার মধ্যে পরিশোধের জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করবেন।
- আইনের ১৭ ধারায় মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যা বিবাদী হাজির হলে ৯০ দিন এবং হাজির না হলে ৩০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে যথাযথ কারণ থাকলে ৯০ দিনের সঙ্গে আরও ৩০ দিন যোগ করা যাবে।
- মামলা দায়েরের সময়ের হিসাব গণনার বিধান রয়েছে ৪৬ ধারায়।
- একতরফা ডিক্রি প্রদান এবং রদের বিধান বর্ণিত হয়েছে ১৯ ধারায়।

অর্থঋণ আদালত : আইন ও বিচার পদ্ধতি

- মামলার ডিক্রীদার আদালতযাগ ডিক্রী বা আদশ কার্যকর করত ডিক্রী বা আদশ প্রদানর অনুর্ধ্ব ১ (এক) বছরর মধ্য ২৮ ধারার বিধান মতে অর্থ ঋণ আদালত জারী মামলা দায়র করত হব ।
- ৩৩ এর ১ থেকে ৪ উপধারার বিধান মতে সম্পত্তি আদালতের মাধ্যমে নিলামে বিক্রয় করা যাবে। বিক্রয় না হলে ৩৩(৫) ধারা বা ৩৩(৭) ধারা আদালত সনদ ইস্যু করে ব্যাঙকের কাছে সম্পত্তি ফেরৎ দিতে পারে।
- ৩৪ ধারা বিধান মতে দায়িককে দেওয়ানি কয়েদে আটক রাখার মাধ্যমে টাকা আদায়ের চেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- ৩৬ ধারা বিধান মতে কোন ব্যক্তির নিকট দায়িকর টাকা পাওনা থাকল বাদী আদালত থেক আদশ ইস্যুর মাধ্যম বা পোষ্ট অফিস/ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানর নিকট পাওনা থাক আদালত শুনানী অন্ত সন্তাষ্টি সাপক্ষ ক্রোকর মাধ্যম উক্ত পাওনার টাকা আদায় করত পারব।

অর্থঋণ আদালত : আইন ও বিচার পদ্ধতি

- ৪১ এবং ৪২ ধারায় যথাক্রমে আপিল ও রিভিশনের বিধানাবলি বর্ণিত আছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করা যাবে, তবে অর্থঋণ আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না, সে ক্ষেত্রে রিট মামলা দায়ের করা যাবে। আপিল বা রিভিশনের যেকোনো পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করা যাবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আদালতকে অবহিত করতে হবে।

সার্টিফিকেট মামলা

সংশ্লিষ্ট আইন:

সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩

চেক ডিসঅনার মামলা

সংলিষ্ট আইন:

নেগুশিয়েবর ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধার

ধ
ন্য
বা
দ